যুগান্তর, ২২ জুলাই ২০২২

ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের সুপারিশ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের সুপারিশ করেছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম। তিনি বলেছেন, সমুদ্রসম্পদের বিপুল সম্ভাবনা থাকায় এ সংক্রান্ত একটি আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করা উচিত। এছাড়া সমুদ্রসম্পদ আহরণের জন্য বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। ব্লু ইকোনমি খাতে অর্থায়নের লক্ষ্যে ব্লু বন্ড গঠন করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস (বিস) আয়োজিত সেমিনারে তিনি বৃহস্পতিবার এ মন্তব্য করেন।

'ব্লু ইকোনমি এবং সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা' শীর্ষক এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিসের সভাপতি কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমুদ্রবিষয়ক অনুবিভাগের প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) খুরশেদ আলম। স্বাগত বক্তব্য দেন বিসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান।

প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যার সমুদ্র বিষয়ে একশ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা আছে। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ নামের ওই পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা একটি মাইলফলক অর্জন। সমুদ্রসম্পদের সম্ভাবনার কথা সবাই জানি।

সমুদ্রসম্পদের আহরণ, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত নতুন পরিকল্পনা জরুরি। এসব কাজে ভারত, চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বেসরকারি খাতকে যুক্ত করার লক্ষ্যে ব্লু বন্ড চালুর প্রস্তাব করে তিনি বলেন, বন্ডের চাহিদা অনেক বেশি। সুকুক বন্ড চালু করার পর তার চাহিদা দেখা গেছে। নরওয়ে, সুইডেন, ইন্দোনেশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে। ফলে পুঁজিবাজারে ব্লু বন্ড চালু করা যায়। পৃথক মন্ত্রণালয় করা সম্ভব না হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদা বিভাগ করা যায়।

রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) খুরশেদ আলম সমুদ্রসম্পদের অপার সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন , এসব সম্পদ আহরণে পদক্ষেপ অপ্রতুল। বিশ্বে সমুদ্রসম্পদের পরিমাণ ২৪ ট্রিলিয়ন ডলার। সেখান থেকে দুই দশমিক পাঁচ ট্রিলিয়ন মাত্র মানুষ ব্যবহার করে থাকে। শিপিং, মৎস্যচাষ, তেল ও গ্যাস খাত, খনিজসম্পদ প্রভৃতি খাত থেকে বাংলাদেশ সম্পদ আহরণ করতে পারে।

সভাপতির বক্তব্যে কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বলেন, সমুদ্রসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমুদ্রসম্পদ আহরণের কোনো বিকল্প নেই। এ সম্পদ আহরণ করে আমরা আরও সমৃদ্ধ দেশ গঠন করতে পারি।

শেয়ার বিজ, ২২ জুলাই ২০২২

পৃথক সমুদ্র অর্থনীতি মন্ত্রণালয় গঠনের সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক:

সমুদ্র অর্থনীতির সুফল পূর্ণভাবে পাওয়ার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম। তিনি বলেন, ‘যদি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা না যায়, তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ডিভিশন গঠন করা যেতে পারে সমুদ্র অর্থনীতির পূর্ণ সুফল পাওয়ার জন্য।’

গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্যাটেজিক স্টাডিস (বিআইআইএসএস) আয়োজিত সমুদ্র অর্থনীতিবিষয়ক এক সেমিনারে তিনি একথা বলেন। সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এজন্য ব্লু বন্ড বাজারে ছাড়ার একটি পরিকল্পনা ছিল।’ আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমুদ্র অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে অনেক জাহাজ থাকতে হবে ও বন্দর উন্নত করতে হবে।’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব মো. খুরশেদ আলম বলেন, ‘চিটাগং বন্দরে বড় জাহাজ আসতে পারে না। কারণ এর নাব্য ৯.৫ মিটার। অন্যদিকে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের গভীরতা হচ্ছে ১৪ থেকে ১৮ মিটার এবং সেখানে মোটামুটি বড় জাহাজ ভিড়তে পারবে।’

১০ হাজার কোটি ডলার বাণিজ্যের জন্য জাহাজ ভাড়া দিতে হয় ৯০০ কোটি ডলারÑজানিয়ে খুরশেদ আলম বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রতি বছর পাঁচ হাজার জাহাজ আসে এবং এর মধ্যে মাত্র ৮২টি জাহাজ বাংলাদেশের।’ মাছ আহরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমুদ্র অর্থনীতির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কাজ করার ক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান সমুদ্রের বিশাল এলাকার অব্যবহৃত সম্পদের ব্যবহারে ব্লু ইকোনমি বেল্ট গঠনের ওপর জোর দেন। বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি ও সমুদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতে গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারের ওয়ার্কিং সেশনে চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদ 'ব্লু ইকোনমি অ্যান্ড ওশান গভর্ন্যান্স: বাংলাদেশ পারসপেকটিভ' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য ড. দেলোয়ার হোসেন 'মেরিটাইম সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি ইন দি বে অব বেঙ্গল' শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিআইআইএসএসের গবেষণা ফেলো মৌটুসী ইসলাম 'নেক্সাস বিটুইন মেরিটাইম সিকিউরিটি অ্যান্ড ব্লু ইকোনমি: ইমপ্লিকেশন্স ফর বাংলাদেশ ইন পোস্ট-কভিড এরা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিআইআইএসএসের গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবির ''বাংলাদেশ'স ইকোনমিক প্রসপেক্ট ইন দি বে অব বেঙ্গল'' শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সভাপতি রাষ্ট্রদূত এম. হুমায়ুন কবীর ওই সেশনে সভাপতিত্ব করেন।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, 21 July 2022

সমুদ্র অর্থনীতি নিয়ে আলাদা মন্ত্রণালয় চান পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী

জলসীমার সম্পদের অমিত সম্ভাবনাকে সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে কাজে লাগাতে পৃথক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল আলম।

বৃহস্পতিবারবাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)আয়োজিত ‘ব্লু ইকোনমি অ্যান্ড মেরিটাইম সিকিউরিটি: বাংলাদেশ পারসপেকটিভ’ শীর্ষক সেমিনারেরএ প্রস্তাব দেন তিনি।

অধ্যাপকশামসুল আলম বলেন, “অর্থনীতিতে সুনীল অর্থনীতির অপরিসীম সম্ভাবনার কারণে নিজেদের ভূমিকানিয়ে মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর মধ্যে বেশ সংশয় পরিলক্ষিত হয়।

“সুতরাংআমি মনে করি, সুনীল অর্থনীতি সম্পর্কিত কাজ সম্পাদনের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় অথবা বিজ্ঞানও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র বিভাগ হওয়া উচিত।”

সরকারেরদ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-২০৪১) সুনীল অর্থনীতি নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাথাকার কথাও তুলে ধরেন শামসুল আলম।

তিনি বলেন, সুনীল অর্থনীতির সুফল পেতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনাথেকে উপকৃত হওয়ার জন্য জ্ঞান ও সম্পদকে চালিত করার বিষয়ও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুনীল অর্থনীতি নিয়ে সরকারি কার্যক্রমে সমন্বয় না থাকা এবং বহুবিধমন্ত্রণালয় ও বিভাগের ছোট পরিসরে কাজ চলার কথা উঠে আসে অন্যদের বক্তব্যেও।

বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেন, সুনীল অর্থনীতির থেকে সফলতার জন্য জাতীয়ভাবে সমন্বিতকৌশল প্রণয়ন, সমন্বিত কার্যক্রম, সম্পদ ও মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব পাওয়ার জন্যচ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের রয়েছে।

"সম্ভাবনাপরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর জন্য জাতি হিসাবে আমাদের কী করার আছে এবং কী অর্জন করতে পারি, তা জানার বিশদ কৌশলগত গবেষণারদরকার। সমন্বিত উদ্যোগেরও এক্ষেত্রে প্রয়োজন।"

পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব অবসরপ্রাপ্ত রিয়ার অ্যাডমিরাল খোরশেদআলম বলেন, বিশাল জলরাশিতে যে যে সম্পদ রয়েছে, তার ১০ ভাগের আনুমানিক হিসাব করা সম্ভবহয়েছে। তাতে দেখা যায় ২৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদ রয়েছে।

"২দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার এখন মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। তার মানে হচ্ছে, উন্নত দেশগুলোসব সম্পদ ব্যবহার করে ফেলেনি। সুতরাং আমাদেরওসুযোগ আছে সম্পদ আহরণের।"

বিশালসমুদ্রসীমার মানচিত্র দেখিয়ে তিনি বলেন, সীমাহীন সমুদ্রথেকে সম্পদ আহরণের সুযোগ আমাদের আছে। শুধু অন্য দেশের জলসীমা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইলদূরে থাকতে হবে। এজন্য জাহাজ দরকার আর সেটাকে চালিত করার মানুষ ও তাদের সক্ষমতা দরকার।

সেমিনারেরউদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাকসুদুর রহমান বক্তব্য দেন।

বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সভাপতি এম হুমায়ুন কবীরেরসভাপতিত্বে সেমিনারের ওয়ার্কিং সেশনে পৃথক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরআন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েরআন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, বিআইআইএসএসের গবেষণা পরিচালকমাহফুজ কবির ও গবেষণা ফেলো মৌটুসি ইসলাম।

https://bangla.bdnews24.com/opinion/economy/article2094490.bdnews

বাংলা ট্রিবিউন, ২১ জুলাই ২০২২

পৃথক সমুদ্র অর্থনীতি মন্ত্রণালয় গঠনের সুপারিশ

সমুদ্র অর্থনীতির সুফল পূর্ণভাবে পাওয়ার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম।

বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস আয়োজিত সমুদ্র অর্থনীতি বিষয়ক এক সেমিনারে তিনি একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘যদি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা না যায়, তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ডিভিশন গঠন করা যেতে পারে, সমুদ্র অর্থনীতির পূর্ণ সুফল পাওয়ার জন্য।’

সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এজন্য ব্লু বন্ড বাজারে ছাড়ার একটি পরিকল্পনা ছিল।’

আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমুদ্র অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে অনেক জাহাজ থাকতে হবে ও বন্দর উন্নত করতে হবে।’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব মো. খুরশেদ আলম বলেন, ‘চিটাগাং বন্দরে বড় জাহাজ আসতে পারে না। কারণ এর নাব্য ৯.৫ মিটার। অপরদিকে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরের গভীরতা হচ্ছে ১৪ থেকে ১৮ মিটার এবং সেখানে মোটামুটি বড় জাহাজ ভিড়তে পারবে।’

১০ হাজার কোটি ডলার বাণিজ্যের জন্য জাহাজ ভাড়া দিতে হয় ৯০০ কোটি ডলার জানিয়ে খুরশেদ আলম বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রতিবছর পাঁচ হাজার জাহাজ আসে এবং এরমধ্যে মাত্র ৮২টি জাহাজ বাংলাদেশের।’

মাছ আহরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমুদ্র অর্থনীতির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কাজ করার ক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন তিনি।

https://www.banglatribune.com/national/754282/পৃথক-সমুদ্র-অর্থনীতি-মন্ত্রণালয়-গঠনের-সুপারিশ

প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০২২
বিসের সেমিনার

সুনীল অর্থনীতির সুফল নিশ্চিত করতে আলাদা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব

'সুনীল অর্থনীতি এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট' শীর্ষক ওই সেমিনারে বক্তব্য দেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম। *ছবি : সংগৃহীত*

সুনীল অর্থনীতির সুফল নিশ্চিত করতে একটি আলাদা মন্ত্রণালয় কিংবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিস মিলনায়তনে সুনীল অর্থনীতিবিষয়ক এক হাইব্রিড সেমিনারের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ প্রস্তাব দেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস-বিস) 'সুনীল অর্থনীতি এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট' শীর্ষক ওই সেমিনারের আয়োজন করে।

শামসুল আলম সুনীল অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবহারের জন্য দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এর একটি হচ্ছে সম্পদের অনুসন্ধান এবং অন্যটি সম্পদের ব্যবহার। তিনি বলেন, সুনীল অর্থনীতির পরিপূর্ণ সুফল নিশ্চিত করার জন্য যদি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা না যায়, তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিভাগ গঠন করা যেতে পারে।

সমুদ্রসম্পদ আহরণের জন্য সম্পদের অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ জন্য ব্লু বন্ড বাজারে ছাড়ার একটি পরিকল্পনা ছিল।

আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে অনেক জাহাজ থাকতে হবে ও বন্দর উন্নত করতে হবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মো. খুরশেদ আলম বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরে বড় জাহাজ আসতে পারে না; কারণ, এর নাব্যতা ৯ দশমিক ৫ মিটার। অন্যদিকে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের গভীরতা হচ্ছে ১৪ থেকে ১৮ মিটার। সেখানে মোটামুটি বড় জাহাজ ভিড়তে পারবে।

বিসের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সভাপতিত্বে সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন বিসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান।

সেমিনারের কর্ম অধিবেশন সঞ্চালনা করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সভাপতি এম হুমায়ুন কবীর। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, বিসের গবেষণা ফেলো মৌটুসি ইসলাম এবং বিসের গবেষণা পরিচালক মাহফুজ কবির প্রবন্ধগুলো উপস্থাপন করেন।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/66tflaj7qo

ঢাকা পোষ্ট, ২২ জুলাই ২০২২,

সমুদ্র সম্পদ কাজে লাগাতে পৃথক মন্ত্রণালয় চান প্রতিমন্ত্রী

প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে ২০১৪ সালে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা অঞ্চল থেকে গ্যাস ও তেল আহরণসহ ব্যাপক অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আন্তঃমন্ত্রণালয় যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাবে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সমুদ্র সম্পদ বা সমুদ্র অর্থনীতিকে কাজে লাগাতে এ খাত নিয়ে পৃথক মন্ত্রণালয় বা পৃথক মন্ত্রণালয়ের আওতায় পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিআইআইএসএস) আয়োজনে 'ইকোনমি অ্যান্ড মেরিটাইম সিকিউরিটি: বাংলাদেশ পারসপেকটিভ' শীর্ষক হাইব্রিড সেমিনারে বক্তারা এমন কথা বলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পর এ খাতের শিপিং, উপকূলীয় শিপিং, সমুদ্রবন্দর, উপকূলীয় পর্যটন, সাগরের জ্বালানি, সামুদ্রিক মাছ আহরণ, সামুদ্রিক লবণসহ একাধিক বিষয়ের সুফল অর্থনীতিতে যোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ বিবেচনায় সরকার সুনীল অর্থনীতিতে অগ্রাধিকার দিয়ে ডেল্টা প্লান ২১০০ এর পরিকল্পনায় এ খাতকে প্রাধান্য দিয়ে তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে দ্রুত সামুদ্রিক সম্পদ বিষয়ে সার্ভে করা, সামুদ্রিক জাহাজের সংখ্যা বাড়ানো এবং সমুদ্র বন্দরগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো, সামুদ্রিক মাছ আহরণ বাড়ানো, ইকো ট্যুরিজম চালু করা এবং বেসরকারি খাতের সহায়তা নিয়ে সি ক্রুজ চালু করা, উপকূলীয় ও সমুদ্রবন্দর এলাকা দূষণমুক্ত রাখা।

তিনি আরও বলেন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকীতে পরিকল্পনাতেও সুনীল অর্থনীতির সুফল পেতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ও একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। সুনীল অর্থনীতিকে কাজে লাগাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রূপরেখা ঠিক করা হয়েছে। এ খাতের জ্ঞান বাড়ানোর জন্যও অনেক পদক্ষেপ

নেওয়া হয়েছে। সুনীল অর্থনীতির ব্যপ্তি এত বড় যে এটা সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয়কে দেখভাল করতে হয়। যে কারণে এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঠিক জ্ঞানের যেমন অভাব রয়েছে ঠিক তেমনি এই ইস্যুতে ঠিকভাবে আন্তঃমন্ত্রণালয় যোগাযোগ বা সমন্বয় করা যাচ্ছে না। তাই সুনীল অর্থনীতির শতভাগ সুফল পেতে হলে এ বিষয়ে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় পৃথক বিভাগ হতে পারে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (মেরিটাইম) ও সাবেক নৌ কর্মকর্তা খুরশিদ আলম বলেন, সমুদ্র নিয়ে আমাদের মধ্যে জ্ঞান বা জানাশোনা খুবই সীমিত। অথচ সমুদ্র অর্থনীতি থেকে আমরা বিশাল লাভবান হতে পারি। সমুদ্র অর্থনীতির যথাযথ ব্যবহার জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৪ নম্বর ধারা পূরণ করে। সমুদ্র যোগাযোগ হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে কম খরচের যোগাযোগ পথ। সারাবিশ্বে সামুদ্রিক যোগাযোগের জন্য ১৫০ হাজার জাহাজ চলাচল করে। আমরাও সামুদ্রিক জাহাজ থেকে সুফল পেতে পারি। এজন্য বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মাত্র ২২টি সামুদ্রিক জাহাজ রয়েছে, এ সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। আমাদের সমুদ্র অঞ্চলে তেল- গ্যাসসহ প্রচুর সামুদ্রিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু যথাযথ জ্ঞান ও বিনিয়োগের অভাবে বাংলাদেশ সেই সুফল ঘরে তুলতে পারছে না।

বিআইআইএসএস'র চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বলেন, সমুদ্র সম্পদ আমাদের জন্য বিশাল অর্থনৈতিক শক্তির ভাণ্ডার। বৈশ্বিক বাণিজ্যের ৯০ শতাংশ সমুদ্রপথে সম্পন্ন হয়। সমুদ্র পথে সারাবিশ্বে যে বাণিজ্য হয় তার অর্থনৈতিক ভ্যালুজ হচ্ছে ২ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার, যা আগামী ২০২৩ সালে ৩ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে। বাংলাদেশ যদি ঠিকমত কাজে লাগাতে পারে তবে বিশাল সমুদ্র অর্থনীতি অপেক্ষা করছে। কিন্তু তার আগে আমাদের বিস্তারিত পরিকল্পনা করে এগুতে হবে, আমরা কী চাই, কতটুকু করার সক্ষমতা আছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, সমুদ্র অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ জিডিপিতে ৩ শতাংশ যোগ করবে। যেখানে এ খাত থেকে থাইল্যান্ড তাদের জিডিপিতে ৩০ শতাংশ, মালয়েশিয়া ২৩ শতাংশ এবং ইন্দোনেশিয়া ২৮ শতাংশ যোগ করছে।

https://www.dhakapost.com/national/130118

মানবজমিন, ২২ জুলাই ২০২২

সমুদ্রের সুফল পেতে পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ

সমুদ্র অর্থনীতির সুফল পেতে পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ আয়োজিত সমুদ্র অর্থনীতি বিষয়ক এক সেমিনারে তিনি এ তাগিদ দেন। তবে তিনি বিকল্প প্রস্তাবও রাখেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, যদি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা না যায়, তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ডিভিশন গঠন করা যেতে পারে। সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য বাংলাদেশের কাছে এখনো পর্যাপ্ত সাপোর্ট বা তথা প্রযুক্তি নেই জানিয়ে তিনি বলেন, এ জন্য ব্লু বন্ড বাজারে ছাড়ার একটি পরিকল্পনা ছিল। আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমুদ্র অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে অনেক জাহাজ থাকতে হবে ও বন্দর উন্নত করতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব মো. খুরশেদ আলম বলেন, চিটাগাং বন্দরে বড় জাহাজ আসতে পারে না। কারণ এর নাব্য ৯. ৫ মিটার। অপরদিকে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরের গভীরতা হচ্ছে ১৪ থেকে ১৮ মিটার এবং সেখানে মোটামুটি বড় জাহাজ ভিড়তে পারবে। ১০ হাজার কোটি ডলার বাণিজ্যের জন্য জাহাজ ভাড়া ৯০০ কোটি ডলার গুনতে হয় জানিয়ে সচিব খুরশেদ আলম বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর পাঁচ হাজার জাহাজ আসে এবং এরমধ্যে মাত্র ৮২টি জাহাজ বাংলাদেশের।

https://mzamin.com/news.php?news=12779

বণিক বার্তা, ২২ জুলাই ২০২২
বিআইআইএসএস হাইব্রিড সেমিনার

সুনীল অর্থনীতির জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

সুনীল অর্থনীতির জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা অথবা এটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃথক বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম। গতকাল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত 'ব্লু ইকোনমি অ্যান্ড মেরিটাইম সিকিউরিটি: বাংলাদেশ পারসপেক্টিভ' শীর্ষক হাইব্রিড সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এ প্রস্তাব দেন।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, টেকসই সমুদ্রসম্পদের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আমাদের সুনীল অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা ও বিনিয়োগ দরকার। এজন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহায়তা দরকার। এ মুহূর্তে সমুদ্র গবেষণা এবং এর তলদেশে কী আছে সে তথ্য জানার ক্ষেত্রে আমাদের বিনিয়োগের ঘাটতি আছে।

এজন্য প্রাইভেট সেক্টরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। প্রতিমন্ত্রী সুনীল অর্থনীতির টেকসই ব্যবহারের জন্য সম্পদ অনুসন্ধান এবং সম্পদ ব্যবহার এ দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ অনুযায়ী সমুদ্রসম্পদ নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, উপকূলীয় শিপিং, সমুদ্রবন্দর, জাহাজ নির্মাণ, রিসাইক্লিং, মেরিন ফিশারিজ, সামুদ্রিক লবণ আহরণ, উপকূলীয় পর্যটন, সামুদ্রিক জ্বালানি শক্তি, সামুদ্রিক নজরদারি, মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং শাসন ইত্যাদি ডেল্টা প্ল্যানে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। দ্রুত সমুদ্রের বহুমাত্রিক সম্পদের জরিপ শেষ করাও এ প্ল্যানের আওতায় ছিল, যদিও সব জরিপ এখনো শেষ করা সম্ভব হয়নি। ৮৫ বছরের এ পরিকল্পনায় টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার সমুদ্রের সম্পদ অনুসন্ধান করতে চায়, যাতে সমুদ্রের সার্বিক অবস্থা ঠিক থাকে

এবং টেকসইভাবে অর্থনীতির উন্নয়ন হয়, একই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগও হয়। তিনি টেকসই সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেন।

সেমিনারের ওয়ার্কিং সেশনে চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদ 'ব্লু ইকোনমি অ্যান্ড ওশান গভর্ন্যান্স: বাংলাদেশ পারসপেক্টিভ' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য ড. দেলোয়ার হোসেন 'মেরিটাইম সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি ইন দ্য বে অব বেঙ্গল' শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিআইআইএসএসের গবেষণা ফেলো মৌটুসি ইসলাম 'নেক্সাস বিটুইন মেরিটাইম সিকিউরিটি অ্যান্ড ব্লু ইকোনমি: ইমপ্লিকেশন্স ফর বাংলাদেশ ইন পোস্ট- কভিড এরা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিআইআইএসএসের গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবির 'বাংলাদেশ'স ইকোনমিক প্রসপেক্ট ইন দ্য বে অব বেঙ্গল' শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সভাপতি রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবীর সেমিনারের ওয়ার্কিং সেশনের সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্যে বিআইআইএসএস মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান। তিনি সমুদ্রের বিশাল এলাকার অব্যবহৃত সম্পদের ব্যবহারে ব্লু ইকোনমি বেল্ট গঠনের ওপর জোর দেন।

বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি এবং সমুদ্রনিরাপত্তা নিশ্চিতে গুরুত্বারোপ করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মো. খোরশেদ আলম বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্রসম্পদের সম্ভাবনা এবং এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন।

https://bonikbarta.net/home/news_description/307159/**সুনীল-অর্থনীতির-জন্য-পৃথক-মন্ত্রণালয়-প্রতিষ্ঠার-প্রস্তাব**

একুশে সংবাদ. কম, ২১ জুলাই, ২০২২

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নকে মজবুত করতে সমুদ্র সম্পদের জুড়ি নেই: পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নকে আরও মজবুত করতে সমুদ্র সম্পদের কোন জুড়ি নেই বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম।

বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই) "ব্লু ইকোনমি এন্ড মেরিটাইম সিকিউরিটিঃ বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ শির্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এর চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজি ইমতিয়াজ হোসেন এর সভাপতিত্বে সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এফেয়ারস ইউনিটের সচিব রিয়ার এডমিরাল অবঃ মো. খোরশেদ আলম, বিএন।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম সুনিল অর্থনীতির টেকসই ব্যাবহারের জন্য সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধানে সমন্বিত গবেষণা এবং সম্পদের সঠিক ব্যাবহার নির্ধারনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে তিনি সুনিল অর্থনিতির জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা কিংবা এটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের পৃথক বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দেন।

তিনি বলেন মেরিন জৈব প্রযুক্তি ব্যাবহার করে সামুদ্রিক মাছ, খনিজ সম্পদ আহরন এবং লবন উৎপাদনের পাশাপাশি, বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকরি ভুমিকা পালন করবে। এছাড়া পর্যটন শিল্পে সুনিল অর্থনিতি অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এসময় সমুদ্র বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরিসহ সমুদ্র বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সরকারের গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী।

https://www.ekusheysangbad.com/national/news/353801

The Daily Sun, 21 July 2022

Seminar on Blue Economy, Maritime Security: Bangladesh Perspective

Diplomatic Correspondent, 21st July, 2022

State Minister for Planning Shamsul Alam on Thursday emphasised on the contribution of the blue economy to Bangladesh's future sustainable development endeavors.

Addressing a hybrid Seminar on Blue Economy and Maritime Security: Bangladesh Perspective organized by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS), he also emphasised on two specific issues for the sustainable development and proper utilization of the blue economy, resource exploration and resource exploitation.

The State Minister highlighted the importance of knowledge mobilization and conducting research on the subject matter and proposed to establish a separate ministry for blue economy or a separate division under the Ministry of Science and Technology.

Rear Admiral (Retd.) Md. Khurshed Alam, Secretary, Maritime Affairs Unit, Ministry of Foreign Affairs, attended the seminar as the Special Guest. Ambassador Kazi Imtiaz Hossain, Chairman of BIISS chaired the Inaugural Session, and Major General Mohammad Maksudur Rahman delivered the

Welcome Remarks.

In his welcome remarks, Major General Mohammad Maksudur Rahman laid importance on creating a blue economy belt to utilise the huge untapped resources of the vast area of the sea.

Ambassador Kazi Imtiaz Hossain stressed ensuring maritime security and harnessing the potential of the blue economy.

Khurshed Alam highlighted the potential of marine resources in the country's economy along with some of the challenges.

In the Working Session, Prof Abul Kalam Azad of Jahangirnagar University, made a presentation on "Blue Economy and Ocean Governance: Bangladesh Perspective". Prof Delwar Hossain of Dhaka University

On "Maritime Security and Strategy in the Bay of Bengal".

Ms. Moutusi Islam, Research Fellow, BIISS, made a presentation on "Nexus between Maritime Security and Blue Economy: Implications for Bangladesh in Post-Covid Era". Another presentation titled "Bangladesh's Economic Prospect in the Bay of Bengal" was made by Mahfuz Kabir, Research Director, BIISS.

The Working Session was chaired by Ambassador M. Humayun Kabir, President, Bangladesh Enterprise Institute (BEI).

There was an open discussion session in the seminar which was attended and spoke by senior officials from different ministries, ambassadors and high commissioners, senior civil and military officials, media, academia, think tanks, business personalities, students and teachers from different universities participated in the session.

They stressed the importance of the blue economy and marine resources to the country's economy and future development endeavors. They also highlighted different issues of maritime security in the context of Bangladesh.

https://www.daily-sun.com/post/633149/Seminar-on-Blue-Economy-Maritime-Security:-Bangladesh-Perspective

Dhaka tribune, 22 July 2022

Sustainable development: Separate ministry for blue economy proposed

State Minister for Planning highlights the importance of knowledge mobilization and conducting research on the subject matter

State Minister for Planning Dr Shamsul Alam speaks at a hybrid seminar on "Blue Economy and Maritime Security: Bangladesh Perspective" on Thursday, July 21, 2022 **UNB**

State Minister for Planning Dr Shamsul Alam has proposed to establish a separate ministry for the blue economy or a separate division under the Ministry of Science and Technology.

He emphasized the contribution of the blue economy to Bangladesh's future sustainable development endeavors.

While speaking as the chief guest at a seminar, the state minister emphasized two specific issues for sustainable development and proper utilization of the blue economy – resource exploration and resource exploitation.

He also highlighted the importance of knowledge mobilization and conducting research on the subject matter.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organized the hybrid seminar on "Blue Economy and Maritime Security: Bangladesh Perspective" on Thursday.

Rear Admiral (Retd) Md Khurshed Alam, secretary of Maritime Affairs Unit of Ministry of Foreign Affairs, attended the seminar as a special guest.

BIISS Chairman Kazi Imtiaz Hossain chaired the inaugural session while its Director Gen Maj General Mohammad Maksudur Rahman delivered the welcome remarks.

The BIISS DG emphasized creating a blue economy belt to utilize the huge untapped resources of the vast area of the sea.

Kazi Imtiaz Hossain stressed ensuring maritime security and harnessing the potential of the blue economy.

Secretary Khurshed Alam highlighted the potential of marine resources in the country's economy along with some of the challenges.

In the working session, four presentations were made. Dr Abul Kalam Azad, professor of International Relations of Jahangirnagar University, made a presentation on "Blue Economy and Ocean Governance: Bangladesh Perspective".

A presentation titled "Maritime Security and Strategy in the Bay of Bengal" was made by Prof Dr Delwar Hossain, of the Department of International Relations of University of Dhaka and member of Bangladesh Public Service Commission.

Moutusi Islam, BIISS research fellow, made a presentation on "Nexus between Maritime Security and Blue Economy: Implications for Bangladesh in Post-Covid Era".

A presentation titled "Bangladesh's Economic Prospect in the Bay of Bengal" was made by Dr Mahfuz Kabir, BIISS research director.

The working session was chaired by Ambassador M Humayun Kabir, president of Bangladesh Enterprise Institute (BEI).

Senior officials from different ministries, ambassadors and high commissioners, senior civil and military officials, media, academia, think tanks, business personalities, students and teachers from different universities participated in the open session.

They stressed the importance of the blue economy and marine resources to the country's economy and future development endeavors.

They also highlighted different issues of maritime security in the context of Bangladesh.

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2022/07/22/sustainable-development-separate-ministry-for-blue-economy-proposed

The Financial Express, 22 July 2022

Experts suggest creating a separate ministry on blue economy

FE REPORT | Published: July 22, 2022 10:51:54 | Updated: July 23, 2022 18:35:02

Mentioning that untapped potential of the ocean-based economy can bring a huge opportunity for Bangladesh, discussants at a programme have suggested creating a separate ministry for harnessing huge resources hidden in its Bay-based blue economy.

They eye huge jobs, foreign investments and exports in multifaceted industries that can be built using the marine resources in 19,467-square-kilometre resource-rich bay area Bangladesh - got through dispute settlement with India and Myanmar in international arbitration.

Huge offshore oil and gas reserves are yet beyond reach, they said, striking a note of optimism that the potential ocean economy may change the whole ecosystem of Bangladesh's economy.

The suggestion and observations came at a hybrid seminar on 'Blue Economy and Maritime Security: Bangladesh Perspective' arranged by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) on Thursday.

Chairman of BIISS Ambassador Kazi Imtiaz Hossain chaired the inaugural session of the event.

Speaking as the chief guest, State Minister for the Ministry of Planning Dr Shamsul Alam said the government had put emphasis on the contribution of the blue economy in Bangladesh's future sustainable development endeavours.

He underscored the need for resource exploration and resource exploitation for the sustainable development and proper utilisation of the blue economy.

At the same time, he said that knowledge mobilisation and conducting research on the subject matter were equally important.

The state minister also proposed establishing a separate ministry for blue economy or a separate division under the Ministry of Science and Technology for properly harnessing huge resources hidden in the blue.

BIISS Chairman Ambassador Kazi Imtiaz Hossain stressed ensuring maritime security and harnessing the potential of the blue economy.

In his welcome remarks, BIISS Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman put emphasis on creating a blue economy belt to utilise the huge untapped resources of the vast area of the sea.

Secretary of Maritime Affairs Unit at the Ministry of Foreign Affairs Md Khurshid Alam said Bangladesh got a 19,467-quare-kilometre highly resourceful area in the Bay of Bengal after winning maritime-boundary disputes with Myanmar and India.

The total sea area of Bangladesh is 664 kilometres, but fish is harvested in only 60-kilometre waters, said Mr Alam, also a retired rear admiral of Bangladesh's naval force.

Not only fish or mineral resources, rather Ocean Economy may change the whole picture of the economy of Bangladesh, he observed.

By utilising the marine resources, various industries, including tourism, shipbuilding, deep-sea fishing, container, medicine, and cosmetics industry, can be developed, added Mr Alam.

jubairfe1980@gmail.com

The Business Standard, 21 July 2022

‘Long-term strategy essential to tap blue economy potentials’

Experts also stress exploration of maritime resources

Bangladesh lacks a long-term strategic plan to explore the potentials of the blue economy, say experts and policy makers.

"Bangladesh's development progress in the future is dependent on its capacities to explore the untapped maritime potentials after the great victory against Myanmar and India in maritime boundaries. To unlock the potential of this victory, the government considers the blue economy as a new development frontier," Dr Shamsul Alam, state minister for planning, said at a seminar titled "Blue economy and maritime security: Bangladesh Perspective".

"We have a unique Delta Plan 2100 that covers maritime affairs and the blue economy. But we should have a long-term strategic action plan to catch the diversified arenas of the bay," he added at the event organised by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS).

He emphasised on two specific issues for the sustainable development and proper utilisation of the blue economy, i.e., resource exploration and resource exploitation.

"Quick completion of a multidimensional survey of marine resources is perhaps yet to be done. Increased number of oceangoing vessels, modernisation and capacity building of the sea ports are very much needed. I do not know why the private sector is not coming up with oceangoing vessels," he added.

He also highlighted the importance of knowledge mobilisation and conducting research on the subject matter.

He proposed to establish a separate ministry for the blue economy or a separate division under the Ministry of Science and Technology.

The speakers said despite being awarded an additional 19,467 square kilometres of maritime area in 2014, Bangladesh is yet to utilise the full potentials of a blue economy.

"Not only fish or mineral resources, rather a blue economy may change the whole picture of the economy of Bangladesh. By utilising marine resources, various industries, including tourism, shipbuilding, deep sea fishing, container, medicine, and cosmetic industries can be developed," Rear Admiral Md Khurshed Alam, secretary, maritime affairs unit, said while presenting his paper.

Major General Mohammad Maksudur Rahman, director general, BIISS, said, "Bangladesh has targeted to increase the contribution of the blue economy to GDP by 9% in 2025 and 10% by 2030. Experts argue that Bangladesh has 120 trillion-dollar ocean resources which could make Bangladesh an Asian superpower."

He emphasised on creating a blue economy belt to utilise the huge untapped resources of the vast area of the sea.

In 2014, the International Tribunal for the Law of the Seas verdict gave Bangladesh the sovereign rights to 1,18,813 sq km territorial sea, 200 nautical miles of exclusive economic zone and all kinds of animal and non-animal resources under the 354 nautical mile continental shelf.

With the additional maritime area, Bangladesh found a maximum depth of 2,200 metres at the edge of its maritime boundary.

While speaking on maritime security, Prof Delwar Hossain, Department of International Relations, University of Dhaka, mentioned about the balanced role of Bangladesh to deal with the regional, extra-regional and global power like China-India rivalry in the sea.

BIISS Chairman Kazi Imtiaz Hossain chaired the seminar while Abul Kalam Azad, professor of International Relations of Jahangirnagar University, former ambassador M Humayun Kabir spoke among others.

Daily Industry, 23 July 2022

Separate Ministry for blue economy sought

Sustainable Development

Staff Correspondent: State Minister for Planning Dr Shamsul Alam has proposed to establish a separate ministry for the blue economy or a separate division under the Ministry of Science and Technology.

He emphasized on the contribution of the blue economy to Bangladesh's future sustainable development endeavors.
While speaking as the chief guest at a seminar, the State Minister emphasized on two specific issues for the sustainable development and proper utilization of the blue economy – resource exploration and resource exploitation. He also highlighted the importance of knowledge mobilization and conducting research on the subject matter.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organized the hybrid seminar on "Blue Economy and Maritime Security: Bangladesh Perspective" on Thursday.

Secretary, Maritime Affairs Unit, Ministry of Foreign Affairs Rear Admiral (Retd) Md. Khurshed Alam attended the seminar as a special guest. BIISS Chairman Kazi Imtiaz Hossain chaired the inaugural session while its Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman delivered the welcome remarks.
The BIISS DG emphasized on creating a blue economy belt to utilize the huge untapped resources of the vast area of the sea.

Kazi Imtiaz Hossai stressed ensuring maritime security and harnessing the potential of the blue economy.

Secretary Khurshed Alam highlighted the potential of marine resources in the country's economy along with some of the challenges. In the working session, four presentations were made. Dr. Abul Kalam Azad, Professor of International Relations, Jahangirnagar University, made a presentation on "Blue Economy and Ocean Governance: Bangladesh Perspective".
A presentation titled "Maritime Security and Strategy in the Bay of Bengal" was made by Professor Dr Delwar Hossain, Department of International Relations, University of Dhaka, and Member, Bangladesh Public Service Commission.
Moutusi Islam, BIISS Research Fellow made a presentation on "Nexus between Maritime Security and Blue Economy: Implications for Bangladesh in Post-Covid Era".

A presentation titled "Bangladesh's Economic Prospect in the Bay of Bengal" was made by Dr Mahfuz Kabir, BIISS Research Director.

The working session was chaired by Ambassador M Humayun Kabir, President, Bangladesh Enterprise Institute (BEI).
Senior officials from different ministries, ambassadors and high commissioners, senior civil and

military officials, media, academia, think tanks, business personalities, students and teachers from different universities participated in the open session.

They stressed the importance of the blue economy and marine resources to the country's economy and future development endeavors.

They also highlighted different issues of maritime security in the context of Bangladesh.
https://dailyindustry.news/separate-ministry-for-blue-economy-sought/

The Daily Observer, 22 July 2022

‘Separate ministry or division imperative to explore blue economy’

Business Correspondent

State minister for planning Shamsul Alam has laid emphasis on setting up a separate ministry for blue economy or a separate division under the Ministry of Science and Technology to speed up plans to harness the potentials of vast sea resources in the Bay of Bengal.

The minister told this while speaking as chief guest at a seminar titled 'Blue Economy and Maritime Security: Bangladesh Perspective' organized by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) in the city on Thursday.
Rear Admiral (Retd.) Md Khurshed Alam, Secretary, Maritime Affairs Unit, Ministry of Foreign Affairs was special guest while Ambassador Kazi Imtiaz Hossain, Chairman, BIISS, chaired the opening session. Major General Mohammad Maksudur Rahman, Director General and Chief Executive of the BIISS delivered the opening remarks.

Shamsul Alam said, "We do have lots of potentialities in our vast sea. We need coordinated initiatives and work together with India and Myanmar to harness the sea resources."
He said once there was territorial problem in the sea regarding ownership with neighboring countries but Prime Minister Sheikh Hasina solved it internationally and it is time to advance ahead.

He called for more private sector investments to develop the sea resources and suggested for launching Blue Bonds in the capital market to raise funds by private investors for maritime fishing, exploration of oil, gas and other minerals, shipping, tourism and many others marine biology based business.

Former Ambassador M. Humayun Kabir, President, Bangladesh Enterprise Institute (BEI) and many others took part in discussions marked by question answer sessions.

Dr. Abul Kalam Azad, Professor of International Relations, Jahangirnagar University, Professor Dr. Delwar Hossain, Department of International Relations, University of Dhaka, and Member, Bangladesh Public Service Commission, Moutusi Islam, Research Fellow, BIISS and by Dr Mahfuz Kabir, Research Director of the BIISS spoke in the event.

Speakers emphasized on unlocking the potentials of blue economy. They also insisted for the need of coordinated action plans and highlighted different issues of maritime security in the context of Bangladesh.

Senior officials from different ministries, ambassadors and high commissioners, senior civil and military officials, academia, think tanks, business leaders, students and teachers from different universities participated in the session.

The Daily Star, 22 July 2022

Blue economy ministry proposed to tap potential

Diplomatic Correspondent

State Minister for Planning Shamsul Alam yesterday proposed creating a new authority – either a ministry or a division under a ministry – to help dedicatedly tap the potential of blue economy.

Though the country's maritime disputes were settled in 2014, the private sector is not coming up with investment focusing the immense associated potentials, including fishing, shipping, mineral resources and marine food and tourism, he said.

Alam was addressing a seminar titled "Blue Economy and Maritime Security: Bangladesh Perspective" organised by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) on its premises.

While small boats are now the prime mode for fishing, fish of higher economic value can be caught at deep sea but this potential is largely untapped, said Khurshed Alam, secretary (maritime affairs) to the foreign ministry.

Given Bangladesh's location and international trade, shipping holds enormous potentials. As a deep-sea port is in the offing in Bangladesh, it is high time for the private sector to make new investment, he said.

It is crucial to conduct comprehensive studies on different sectors of the blue economy and draw investments, said Khurshed Alam.

The Bay of Bengal may become a theatre of great power games in the future with changes in global geopolitics, said Prof Delwar Hossain of the Department of International Relations at the University of Dhaka.

There are a number of initiatives, including the Belt and Road Initiative led by China, US-led Indo-Pacific Economic Framework and Indo-Pacific Strategy, Japan's Free and Open Indo-Pacific and the Aukus nuclear pact among Australia, UK and US, he said.

"We need to deal carefully to keep our interests in the region," he said.

Regional groups, including the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec) and Indian Ocean Rim Association (IORA), can play important roles in harnessing the potentials of blue economy, said Bangladesh Enterprise Institute President M Humayun Kabir.

As the current chair of the IORA, Bangladesh should float ideas and translate them into actions. When it comes to security issue, Bangladesh should promote itself as an agent of peace, he said.

Optimum utilisation of the blue economy can add 3 to 4 percentage points to Bangladesh's gross domestic product (GDP) growth, said speakers at the event.

However, inadequacies prevail in research allocation, seaweed value chain and market development and assessment of stocks of inorganic marine resources, including minerals, they said.

Bangladesh is equipped to fish within just 60 square kilometres off the coast whereas it has exclusive rights to about 118,813 square kilometres.

Bangladesh's share in global fish production is limited to only 2.6 per cent while its oceanic economic zone is equal to 81 per cent of its mainland, states the BIISS.

In his recent budget speech in parliament, Finance Minister AHM Mustafa Kamal announced a "Pilot Project on Tuna and Similar Pelagic Fishing in the Deep Sea".

Prof Dr Abul Kalam Azad of the Jahangirnagar University, BIISS Chairman Kazi Imtiaz Hossain, Director General Mohammad Maksudur Rahman, Research Director Dr Mahfuz Kabir and research fellow Moutusi Islam also spoke.

The New Nation, 23 July 2022

Separate ministry or division needed for blue economy: Shamsul

Business Desk

State Minister for Planning Shamsul Alam on Thursday called for setting up a separate ministry or a separate division under the Ministry of Science and Technology to ensure proper use of the blue economy through resource exploration and resource exploitation.

He was addressing the hybrid seminar "Blue Economy and Maritime Security: Bangladesh Perspective" organised by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) reports UNB.

The state minister emphasised the contribution of the blue economy to Bangladesh's future sustainable development efforts. He also highlighted the importance of knowledge mobilisation and conducting research on the area.

Major General Mohammad Maksudur Rahman, director general of BIISS, emphasised creating a blue economy belt to use the huge untapped resources of the vast area of the sea.

Rear Admiral Md Khurshed Alam (retired), secretary at the Maritime Affairs Unit of the Ministry of Foreign Affairs, attended the seminar as a special guest.

Ambassador Kazi Imtiaz Hossain, chairman of BIISS, chaired the inaugural session. Dhaka University Professor Delwar Hossain, Jahangirnagar University Professor Abul Kalam Azad, BIISS Research Director Mahfuz Kabir, and Research Fellow Moutusi Islam also spoke at the seminar.

The Business Post, 23 July 2022

‘Set up separate ministry for blue economy’

UNB . Dhaka

State Minister for Planning Shamsul Alam on Thursday called for setting up a separate ministry or a separate division under the Ministry of Science and Technology to ensure proper use of the blue economy through resource exploration and resource exploitation.

He was addressing the hybrid seminar “Blue Economy and Maritime Security: Bangladesh Perspective” organised by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS).

The state minister emphasised the contribution of the blue economy to Bangladesh’s future sustainable development efforts.

He also highlighted the importance of knowledge mobilisation and conducting research on the area.

Major General Mohammad Maksudur Rahman, director general of BIISS, emphasised creating a blue economy belt to use the huge untapped resources of the vast area of the sea.

Rear Admiral Md Khurshed Alam (retired), secretary at the Maritime Affairs Unit of the Ministry of Foreign Affairs, attended the seminar as a special guest.

Ambassador Kazi Imtiaz Hossain, chairman of BIISS, chaired the inaugural session.

Dhaka University Professor Delwar Hossain, Jahangirnagar University Professor Abul Kalam Azad, BIISS Research Director Mahfuz Kabir, and Research Fellow Moutusi Islam also spoke at the seminar.

https://businesspostbd.com/front/set-up-separate-ministry-for-blue-economy-2022-07-23

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.